A-3481

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পরিকল্পনা মন্ত্রনালয়
বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ
যোগাযোগ ও স্থানীয় সরকার সেক্টর
শের-ই-বাংলা নগর; ঢাকা-১২০৭

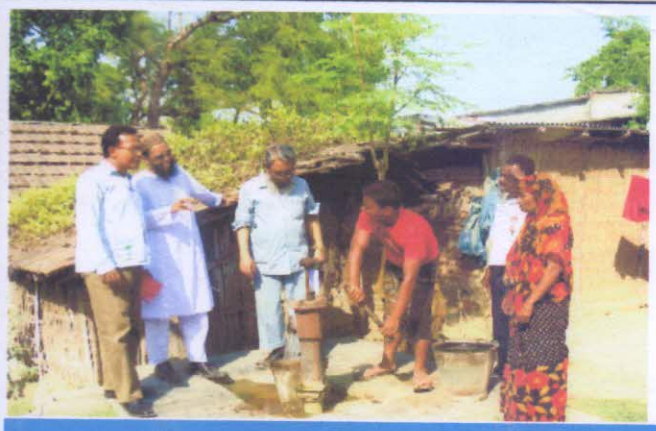

নিবিড় পরিবীক্ষণ (In Depth Monitoring) প্রতিবেদন

"হাইজিন, স্যানিটেশন এ্যান্ড ওয়াটার সাপ্লাই (হাইসাওয়া) প্রকল্প"

প্রজেক্ট টীম

মিসেস খোদেজা বেগম
প্রধান, আইএমইডি

জনাব মোঃ আব্দুর রউফ
পরিচালক; আইএমইডি

জনাব মুহাম্মদ জহুরুল ইসলাম
উপ-পরিচালক, আইএমইডি

জনাব মোঃ আতিকুল ইসলাম
মনিটরিং এক্সপার্ট; আইএমইডি

জুন ২৩, ২০১১

নির্বাহী সার-সংক্ষেপ

পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ সরকারের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীর অন্তর্ভুক্ত সকল প্রকল্প-এর বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়নের দায়িত্ব প্রাপ্ত বিভাগ। এ বিভাগের কার্যক্রমকে আরো গতিশীল করার লক্ষ্যে ০৪-০৫ অর্থবছর হতে বেসরকারি যোগ্য জনবল স্বল্প সময়ের জন্য চুক্তিতে নিয়োগের মাধ্যমে বাছাইকৃত গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্পের নিবিড় পরিবীক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে। এরই ধারাবাহিকতায় 'হাইসাওয়া' প্রকল্পটি নিবিড় পরিবীক্ষণের জন্য মনিটরিং এক্সপার্ট হিসেবে জনাব মো: আতিকুল ইসলাম-এর সাথে ৩০-১২-২০১০ তারিখ হতে পরবর্তী তিন মাসের জন্য আইএমইডি চুক্তি বদ্ধ হয়।

২। **"হাইজিন স্যানিটেশন এবং ওয়াটার সাপ্লাই (হাইসাওয়া)" প্রকল্প গ্রহণের পটভূমি:** WSSPSII এর আওতায় "HYSAWA" প্রকল্প হলো, Water supply and Sanitation (WSS) component-এর একটা অংশ এবং এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হলো Local Government Support unit (LGSU) and the HYSAWA Fund। এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহকে 'হাইজিন', 'স্যানিটেশ' ও 'ওয়াটার সাপ্লাই' সেবা বাস্তবায়নের সক্ষমতা অর্জনে সহায়তাদান এলজিএসইউ- এর দায়িত্ব। কোম্পানী আইনের অধীনে একটা আর্থিক প্রতিষ্ঠান রূপে 'হাইসাওয়া ফান্ড'কে প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে যা 'হাইজিন', 'স্যানিটেশন' ও 'ওয়াটার সাপ্লাই' সেবা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে উপযুক্ত ইউনিয়ন পরিষদের নিকট হতে প্রাপ্ত প্রস্তাবের ভিত্তিতে আর্থিক সহায়তা দিতে পারবে। স্থানীয় সরকারসমূহের মাধ্যমে ও স্থানীয় জনগণের সঙ্গে আলোচনাক্রমে 'হাইজিন', 'স্যানিটেশন' ও 'ওয়াটার সাপ্লাই'-এর দীর্ঘ মেয়াদি সেবা প্রদানের উন্নয়ন ও প্রদর্শন হলো প্রকল্পটির মূল লক্ষ্য। প্রকল্পটির আশু লক্ষ্য হলো ঃ

* স্বাস্থ্যসম্মত আচার-আচরণ অনুশীলনের উন্নয়ন;
* স্থানীয় জনগোষ্ঠীর নেতৃত্বে সর্বাত্মক স্যানিটেশন ব্যবস্থার উন্নয়ন (সিএলটিএস);
* নিরাপদ পানি সরবরাহ সেবার আওতা বা কভারেজ বাড়ানো;
* সকল পর্যায়ে সরকার, স্থানীয়-সরকার প্রতিষ্ঠান ও বেসরকারী স্টেকহোল্ডারদের সামর্থ বৃদ্ধি করা এবং
* হাইজিন, স্যানিটেশন ও নিরাপদ পানি সরবরাহ কার্যক্রমে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহের কর্তৃত্বের সার্বিক বিকাশ।

চাঁপাইনবাবগঞ্জ, রাজশাহী ও নওগাঁ জেলার ২০০ ইউনিয়ন এবং ঝালকাঠি, পিরোজপুর, বরিশাল, নোয়াখালী, ফেনী ও লক্ষিপুর-এর ১৪৬ ইউনিয়নের জনগণের হাইজিন, স্যানিটেশন ও নিরাপদ পানি সরবরাহ কার্যক্রমকে প্রকল্পটি আরও গতিশীল করছে। এনজিও ফোরাম নামের একটি বেসরকারী প্রতিষ্ঠান আরও ৩৫০টি ইউনিয়ন পরিষদের সামর্থ বৃদ্ধিমূলক কার্যক্রম হাতে নিয়েছে এবং বর্তমানে ৪৭টি ইউনিয়নে তারা সক্রিয়। এ ৪৭টিতে 'হাইসাওয়া ফান্ড' নলকূপ স্থাপনে অর্থায়ন করে চলেছে।

৩। **নিবিড় পরিবীক্ষণের জন্য 'হাইসাওয়া' প্রকল্প গ্রহণের পটভূমি:** প্রকল্পের গুরুত্ব, বিদেশী অনুদানের যথাযথ ব্যবহার ইত্যাদি বিষয় বিবেচনা করে ০৯/০৪/০৬ তারিখে প্রকল্পের উপর অনুষ্ঠিত 'পিইসি(PEC)'সভায় এ মর্মে সিদ্ধান্ত হয় যে: "৭.৪. প্রকল্পটি কারিগরী ধরনের বিধায় আলোচ্য প্রকল্পে কারিগরী জ্ঞান সম্পন্ন এবং অভিজ্ঞ ও দক্ষ প্রকল্প পরিচালক নিয়োগ করতে হবে। ৭.৫. প্রকল্প চলাকালীন সময়ে এর মধ্যবর্তী মূল্যায়ন করতে হবে"। এ বিবেচনায় Water Supply and Sanitation Sector Programme Support (WSSPS)-এর ২য় পর্ব তথা WSSPS-II সমাপ্তির পূর্বে 'হাইসাওয়া' প্রকল্পটি নিবিড় পরিবীক্ষণের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়।

৪ প্রকল্প বাস্তবায়নের প্রত্যাশিত ফলাফল : প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে যে ফলাফল পাওয়া যাবে বলে আশা করা যাচ্ছে তার উল্লেখযোগ্য কয়েকটি হলো- (১)ইউনিয়ন পরিষদ কর্তৃক উন্নয়ন কর্মকান্ডের পরিকল্পনা প্রণয়নে/গ্রহণে ও বাস্তবায়নে সক্ষমতা বৃদ্ধি(২)প্রাতিষ্ঠানিক আয়োজন টেকসইকরা(৩) দারিদ্র হ্রাসসহ বেকারত্ব হ্রাসে সরকারের নীতিতে অবদান রাখা।

৫। ব্যক্তি পরামর্শকের কর্ম-পরিধি: পরামর্শকের কর্ম-পরিধির উল্লেখযোগ্য কয়েকটি হলো: (১) কর্মকান্ডের ডিজাইন স্পেসিফিকেশন ও বাস্তবায়নে Prescribed নিয়ম অনুসৃত হওয়ার পরীক্ষা/যাচাই (২) প্রকিউরমেন্টে পিপিএ-২০০৬ -এর অনুসরণ হওয়ার পরীক্ষা (৩) প্রকল্প ব্যবস্থাপনা ও বাস্তবায়নে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য/পর্যবেক্ষণ চিহ্নিতকরণ (৪) আর্থ-সামাজিক বিষয়াবলী এবং তৃণমূল পর্যায়ে প্রকল্পটির প্রভাব প্রতিক্রিয়া পর্যালোচনা (৫) চিহ্নিত সমস্যা সমাধানের সুপারিশ ইত্যাদি।

৬। **প্রকল্পের সংক্ষিপ্ত বিবরণ:**

প্রকল্পের নাম	:	Hygiene Sanitation and Water Supply (HYSAWA).প্রকল্প।
মন্ত্রনালয়/বিভাগ	:	স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রনালয়/স্থানীয় সরকার বিভাগ।
বাস্তবায়নকারী সংস্থা	:	স্থানীয় সরকার বিভাগ ("ন্যাশনাল প্রজেক্ট ডাইরেক্ট"-এর নিয়ন্ত্রণে "লোকাল গভর্নমেন্ট সাপোর্ট ইউনিট (এলজিসিইউ)" এবং "হাইসাওয়া ফান্ড; ফান্ড ম্যানেজমেন্ট অফিস")।
প্রকল্প মেয়াদ	:	১ জানুয়ারী, ২০০৬ হতে ৩১ ডিসেম্বর, ২০১১ পর্যন্ত; মোট ৬ বছর।
প্রকল্পব্যয়মান	:	টা ৩১৬৩১.৪১ লক্ষ [বাংলাদেশ সরকার ১২%, কমিউনিটি ২৯% ও ডানিডা ৫৯%]।

৭। **প্রকল্পের অগ্রগতি:** প্রকল্প বাস্তবায়নে তিনটি স্বতন্ত্র সংস্থা জড়িত (১) লোকাল গর্ভনমেন্ট সাপোর্ট ইউনিট (এলজিএসইউ) (২)'হাইসাওয়া ফান্ড' ও (৩) ইউনিয়ন পরিষদ। এলজিএসইউ এর জন্য ডিপিপি'র বরাদ্দ টা ৪৪২৭.৩৬ লক্ষ এবং ব্যয় হয়েছে টা ২৭২৭.১৩ লক্ষ (মার্চ/১১ পর্যন্ত)। 'হাইসাওয়া ফান্ড' এর জন্য ডিপিপি'র বরাদ্দ টা ২৭২০৪.০৫ এবং ব্যয় হয়েছে টা ১২৫৯৩.৭৬ লক্ষ (মার্চ/১১ পর্যন্ত)। প্রকল্প স্থাপনায় কমিউনিটির ব্যয় ৯১৫২.২১ লক্ষ টাকা যা হাইসাওয়া ফান্ডের এ হিসেবে অন্তর্ভুক্ত নয় । ইউনিয়ন পরিষদ নলকূপ ও ক্ষেত্র বিশেষে কমিউনিটি ল্যাট্রিন স্থাপনের কাজ বাস্তবায়ন করে আসছে। একেকটি ইউনিয়নে গড়ে টা ২০ লক্ষ ক্যাপিটাল আইটেমে ব্যয় করা হয়েছে যার প্রায় ২৯% জনগণের নিকট থেকে স্থাপনা বাবদ সংগ্রহ করা হয় (কমিউনিটির অনুদান হিসেবে)। অবশিষ্ট টাকা ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান "হাইসাওয়া ফান্ড" এর নিকট হতে প্রাপ্তির পর উপ-প্রকল্প বাস্তবায়ন করেন। ডিপিপিতে ধার্যকৃত (১) ২৩৯১৫টি ওয়াটার ওয়ার্কসের বিপরীতে, মার্চ/১১ পর্যন্ত সম্পন্ন হয়েছে ২২২০৩টি [ব্যয় টা ৬৯১৮.১৩ লক্ষ; অন্য স্থাপনার জন্য টা৩৫.৭৯ লক্ষ +৪৭.৬৭লক্ষ] (২) ৬৬০টি স্যানিটেশন অপশসনসের বিপরীতে সম্পন্ন হয়েছে ৪০৭টি [ব্যয় টা ৪৮৫.৯৩ লক্ষ]। এ দুটির ব্যয় টা ৭৪৮৭.৫২ লক্ষ । প্রকল্প ব্যয় (মার্চ/১১ পর্যন্ত) মোট১৫৩২০.৮৯লক্ষ [এলজিএসইউ টা ২৭২৭.১৩ লক্ষ + 'হাইসাওয়া ফান্ড' এফএমও' টা ১২৫৯৩.৭৬ লক্ষ]।

'হাইজিন' উন্নয়নের মাত্রা নিরূপণের লক্ষ্যে অনুমোদিত প্রশ্নপত্র ও সিডিউল অনুযায়ী প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত তথ্য আহরণকারীদের

আহরিত তথ্য বিশ্লেষণে দৃশ্যমান যে, অবস্থার অনেক উন্নতি হয়েছে। 'হাইসাওয়া' বিষয়ক সক্ষমতা বৃদ্ধির প্রয়াসের ফলে সংশ্লিষ্টদের কতটুকু সক্ষমতা অর্জিত হয়েছে তা শুধু তাদের (অর্থাৎ ইউনিয়ন পরিষদের নির্বাহীগণ) দ্বারা সম্পন্নকৃত কাজের মাধ্যমেই জানা যেতে পারে ।

৮ নিবিড় পরিবীক্ষণের কার্যপদ্ধতি

৮.১ কার্যপদ্ধতি (Methodology) :

৮.১.১. নিবিড় পরিবীক্ষণে প্রাথমিক ও সেকেন্ডারী উৎসের তথ্য-উপাত্ত ব্যবহৃত হয়েছে। বাস্তবায়িত কাজ সরজমিন পরীক্ষা/যাচাই করা, সংশ্লিষ্টদের সঙ্গে আলোচনা, পর্যবেক্ষণ, আলোক চিত্র গ্রহণ ইত্যাদির মাধ্যমে প্রাথমিক তথ্য সংগৃহীত হয়েছে। এছাড়া প্রকল্প সংশ্লিষ্ট অফিসে আলোচনা,বিভিন্ন দলিল দস্তাবেজ যাচাই, ক্রয় নীতিমালা ইত্যাদি সেকেন্ডারী উৎসবলে বিবেচিত।

৮.১.২. প্রকল্পটির বৈশিষ্ট্য হলো ডিমান্ড ড্রিভেন। স্থানীয় জনগনই স্থির করেন কোথায় কোথায় কি কি তাদের প্রয়োজন। এ ভাবে দেশের ৫২ জেলার ১৪৮টি উপজেলার ৬৯৬টি ইউনিয়নে প্রকল্পের কার্যক্রম বাস্তবায়িত হচ্ছে।

৮.২ নমুনায়ন

৮.২.১. নমুনা নকশা প্রণয়ন (Framing Sample Design) নিবিড় পরিবীক্ষণের জন্য স্তরভিত্তিক, উদ্দ্যেশ্যমূলক, দৈবচয়িত, লক্ষ্যদল ভিত্তিক প্রভৃতি পদ্ধতি গ্রহণ করা হয়েছে।দেশের সকল অঞ্চলের প্রতিনিধিত্ব যাতে থাকে সে দিকেও বিশেষ লক্ষ্য রাখা হয়েছে।

৮.২.২ প্রকল্পটি পরিবীক্ষণকল্পে ১২ জেলার ১২টি উপজেলার মোট ২৪টি ইউনিয়ন নির্বাচন করা হয়। স্তরভিত্তিক নমুনায়ন পদ্ধতি প্রয়োগকরে নমুনার আকার নির্বাচিত। এছাড়া প্রকল্প সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিগণের মতামতও নেয়া হয়েছে। অঞ্চলজেলা কর্তৃত্ব ইত্যাদির ভিত্তিতে নমুনা নির্বাচনের লেখ-চিত্রও প্রণীত হয়েছে (অনু ৩.২.১ ও ৩.২.২)

উত্তর-দাতা নির্ধারণ: তথ্য সংগ্রহের জন্য ৫ ধরণের প্রশ্নমালা, ৩টি সিডিউল ও কয়েকটি চেকলিষ্ট প্রণয়ন করা হয়। এক্ষেত্রে মোট ৬ ধরণের উত্তর দাতা সনাক্ত করা হয়।

তথ্য আহরণে অনুসৃত পদ্ধতি/প্রক্রিয়া: এ জন্য পরামর্শক কর্মস্থল পরিদর্শন করেছেন। বিস্তারিত তথ্যের জন্য তিনি এলজিএসইউ; 'হাইসাওয়া ফান্ড' এনজিও ফোরাম অফিস, ইউনিয়ন পরিষদ অফিসে গিয়ে তথ্য সংগ্রহ করেন।

মোটা পরিবীক্ষণ কাজ পরিচালনার জন্য একটি কর্ম-পরিকল্পনা প্রণয়ন করে তা আইএমইডি'তে দাখিল করা হলে তার অনুমোদন পাওয়া যায়। সে অনুযায়ী পরিবীক্ষণ কার্যক্রম কার্যকরও হয় (অনু ৩.৩.২. দ্রষ্টব্য)।

তহবিল ব্যবস্থাপনা ও হিসাব সংরক্ষণ: এ প্রকল্প বাস্তবায়নে তিনটি দপ্তর প্রত্যক্ষভাবে জড়িত যথা: (১) লোকাল গর্ভনমেন্ট সার্ভিস ইউনিট (এলজিএসইউ) (২) 'হাইসাওয়া ফান্ড' ও (৩) ইউনিয়ন পরিষদ। এনজিও ফোরাম নামক বেসরকারী প্রতিষ্ঠান তহবিল ব্যবস্থাপনায় বিশেষ ভূমিকা রাখছে। ডানিডা ও বাংলাদেশ সরকার তাদের স্ব স্ব অংশের টাকা ন্যাশনাল প্রোগ্রাম ডাইরেক্টর অফিসে ন্যস্ত করে যা আবার এলজিএসইউ ও হাইসাওয়া ফান্ডের নিকট ন্যস্ত হয়। এ বিষয়ে আরও তথ্য ৪.২ অনু: দেয়া আছে ।

পর্যবেক্ষণ :

এ প্রকল্পের আওতায় নতুন একটি আর্থিক প্রতিষ্ঠান স্থাপন করা হয়েছে। কিন্তু এটি প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পূর্বে কি কি সুবিধা ছিল আর এটি প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পরে কি কি অতিরিক্ত উপকার পাওয়া যাচ্ছে তা উল্লেখ করা আবশ্যক। এ

প্রতিষ্ঠানের জনবলের জন্য কত ব্যয় হচ্ছে তাও উল্লেখ করা বিধেয়।

১০.২. সরকারী প্রকল্পে নিয়োজিত জনবলের বেতন স্কেল আছে। কিন্তু এ প্রকল্পে কারো কারো ক্ষেত্রে তার ব্যতিক্রম লক্ষ্য করা যায়।

১০.৩. প্রকল্পের দৃশ্যমান সকল কাজই প্রকৌশল ধরনের কিন্তু কাজের নীতিনির্ধারণী পর্যায়ে ডিগ্রী প্রাপ্ত প্রকৌশলীর সংস্থান নেই।

১০.৪। প্রকল্পটির বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ 'স্থানীয় সরকার বিভাগ'। 'ডিপিএইচই (DPHE)' 'স্থানীয় সরকার বিভাগ'এর নিয়ন্ত্রনাধীন অধিদপ্তর। সরকারের ওয়াটার সাপ্লাই ও স্যানিটেশন কাজ বাস্তবায়নের জন্যই ডিপিএইচই-র সৃষ্টি। কিন্তু এ অধিদপ্তরটিকে প্রকল্পের সাথে সরাসরি সংশ্লিষ্ট করা হয়নি। এতে তুলনামূলকভাবে অনেক বেশী ব্যয় হচ্ছে। 'ডিপিএইচই' কে সংশ্লিষ্ট করা হলে ব্যয় অনেক হ্রাস/কম হতো ও তা দিয়ে আরও বেশী সংখ্যক ওয়াটার অপশন স্থাপন করা যেত ।

১১. উপসংহার : প্রকল্পটির কার্যক্রম দেশের ৫২ জেলায় বিস্তৃত। এ কার্যক্রমের ফলে সংশ্লিষ্ট এলাকায় স্বাস্থ্য সম্পর্কিত জনসচেতনা সৃষ্টির মাত্রা ব্যাপকতর হয়েছে বলে উপলব্ধি করা গেছে। এ প্রকল্পে দৃশ্যমান (যেমন- নলকূপ, কমিউনিটি ল্যাট্রিন, [illegible]) কাজ যেমন আছে তেমনি অদৃশ্যমান কাজও (যেমন- হাইজিন বিষয়ক সচেতনতা ও ইউপি-এর সক্ষমতা বৃদ্ধি, জনগোষ্ঠির সম্পৃক্ততা, নিয়োজিত জনবলের বেতন-ভাতা ইত্যাদি) আছে। তূলনায় দেখা যায় যে, অদৃশ্য /Non-Physical ও দৃশ্যমান কাজের ব্যয় প্রায় সমান। প্রকল্পের অভীষ্ট লক্ষ্য (অনু ২.১.৭ দ্রষ্টব্য) প্রাপ্তিতে কোনরূপ ব্যত্যয় না ঘটিয়েই শুধুমাত্র ব্যবস্থাপনা কাঠামো পুনর্বিন্যাস ও বিদ্যমান সুবিধাদি ব্যবহারের মাধ্যমে অদৃশ্য /Non-Physical কাজের ব্যয় বহুলাংশে হ্রাস করা যেতে পারে (অনু ৪.৬.৮ তে একটি রূপরেখা দেয়া আছে) । সক্ষমতা বৃদ্ধি, হাইজিন বিষয়ক সচেতনতা, জনগোষ্ঠির সম্পৃক্ততা, স্থানীয় পর্যায়ে উপ-প্রকল্প গ্রহণ ও তার প্রক্রিয়াকরণ ইত্যাদি বিষয় যে ভাবে বাস্তবায়িত হতে পারে তার কিছু উদাহরণ অনুচ্ছেদ [illegible] তে দেখা যেতে পারে। ফলে সাপোর্ট অর্গানিজেশন ও পার্টনার অর্গানিজেশনের প্রয়োজনীয়তা হবে অপেক্ষাকৃত অনেক কম। এ সব বিষয়ে সংস্কার করা হলে অনেক অর্থের সাশ্রয় হবে। আর সে অর্থে/টাকায় দৃশ্যমান কাজ যেমন Water options / Community Latrine এর পরিমাণ/সংখ্যা আরও বৃদ্ধি করা/বাড়ানো যেতে পারে। ভিন্ন কথায়, প্রকল্পের মূল লক্ষ্য অক্ষুন্ন রেখে অনুরূপ ব্যবস্থাপনা কাঠামো পূর্ণর্বিন্যাসের মাধ্যমে আরো অধিক সংখ্যক হত-দরিদ্রসহ অন্যদের সুপেয় পানি প্রাপ্তির পথ সুগম করা যেতে পারে।

অধ্যায়-৭

সুপারিশ ও উপসংহার (RECOMMENDATIONS AND CONCLUDING REMARKS)

৭.১। যেসব কারণে ডিপিএইচই-কে অযোগ্য অথবা অনুপযুক্ত বিবেচনা করা হয়েছে তার একটি হলো কেন্দ্রীভূত সেবা ব্যবস্থা (Centralized Service Delivery) এবং স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার ঘাটতি। এ বিষয়গুলির সমাধান তথা প্রতিষ্ঠানটিকে আরও কার্যকরী করার এখতিয়ার/ক্ষমতা স্থানীয় সরকার বিভাগ-এর । নতুন ব্যয় বহুল বেসরকারী প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার চেয়ে দেশ ব্যাপী নেট- ওয়ার্ক থাকা সুপ্রাচীন 'ডিপিএইচই (DPHE)' কেই শক্তিশালী করা যে কারিগরী , আর্থিক ও প্রশাসনিক দিক থেকে লাভজনক/ কার্যকরী তা বলার অপেক্ষা রাখেনা। এ সব বিষয়গুলির উপর লক্ষ্য রেখে অনুচ্ছেদ ৪.৬.৮ তে যে বক্তব্য রাখা হয়েছে তা বাস্তবায়ন করা যেতে পারে। তবে প্রকল্পের মেয়াদ যেহেতু আর মাত্র কয়েকমাস আছে (৫/৬ মাস) তাই প্রকল্পের চলমান কাঠামোতে তা সমাপ্ত করা যেতে পারে। ভবিষ্যতে এ প্রকল্পের অনুরূপ প্রকল্পের ক্ষত্রে প্রস্তাবিত কাঠামো বিণ্যাস কার্যকর করা যেতে পারে।

৭.২। প্রকল্পের আওতায় সৃষ্ট সুবিধা অব্যাহত রাখা, উদ্ভুত সমস্যা নিরসন এবং প্রকল্প-উত্তর সময়ে এসব স্থাপনা ও সুবিধাদির রক্ষণাবেক্ষণ নিশ্চিত করার জন্য ডিপিএইচইকে অন্তর্ভুক্ত করে ইউনিয়ন পর্যায়ে একটি ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি প্রবর্তন করা যেতে পারে।

৭.৩। হাইসাওয়া প্রকল্পটির জনবল নিয়োগে দু'ধরনের বেতন কাঠামো (যেমন- প্রকল্প পরিচালক ও হাইসাওয়া ফান্ডের ব্যবস্থাপনা পরিচালক) রাখা হয়েছে। ভবিষ্যতে সকল সরকারী প্রকল্পে জনবল নিয়োগের ক্ষেত্রে বেতন স্কেল সরকার ঘোষিত বেতন কাঠামোতেই নির্ধারিত হওয়া বাঞ্ছনীয়।

৭.৪ প্রকল্পের আওতায় নিয়োগতব্য জনবলের বেতন স্কেল যে ক্ষেত্রে সরকার ঘোষিত বেতন কাঠামোর বাইরে দিতে হয় সে সব প্রকল্প বে-সরকারী প্রকল্প হিসাবে চিহ্নিত করে তা ভিন্ন আঙ্গিকে পর্যালোচিত হতে পারে।

৭.৫। এ প্রকল্পের ক্রয় কার্যক্রমের আওতায় নিয়োগের জন্য ঠিকাদার Short List করতে যে অউট-সোর্সি পদ্ধতি ব্যবহৃত হচ্ছে তা রহিত করে 'হাইসাওয়া ফান্ড' তা নিজেদেরই করা সঙ্গত। এতে অনেক অর্থের সাশ্রয় হবে। অন্যদিকে ঠিকাদারদের নিকট টেন্ডার ডকুমেন্ট বিতরণের মাধ্যমে টেন্ডারের মূল্য হিসেবে গৃহীত অর্থ ইউনিয়ন পর্যায়েই ব্যয় করা হবে নাকি সরকারী কোষাগারে জমা প্রদান করা হবে সে বিষয়ে সুস্পষ্ট নির্দেশনা থাকতে হবে।

৭.৬। হাইসাওয়া প্রকল্পের নিয়মিত অগ্রগতি (আর্থিক ও বাস্তব) প্রতিবেদনে প্রদর্শিত ব্যয়ের মধ্যে কমিউনিটি কর্তৃক নলকূপ স্থাপন/ল্যাট্রিন নির্মাণের জন্য প্রদত্ত অর্থ তথা কমিউনিটি কন্ট্রিবিউশন বা ব্যয় উল্লেখ করতে হবে।

৭.৭। ইউনিয়ন পরিষদ সচিব ব্যতীত চেয়ারম্যানসহ সকল সদস্যগণই অস্থায়ী। সদস্যগণের শিক্ষাগত যোগ্যতা সকল ক্ষেত্রে সমান নয়। চেয়ারম্যান ও সদস্যদের শিক্ষাগত যোগ্যতা বিবেচনায় রেখে সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য প্রশিক্ষণ পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়ন সমীচীন হবে।

৭.৮। **এ ধরনের উন্নয়ন** প্রকল্প গ্রহণের পূর্বেই তার বেইজ লাইন (Base line) সার্ভে করা সঙ্গত।

৭.৯ হাইজিন ও স্যানিটেশন বিষয়ে গণসচেতনা সৃষ্টি/বৃদ্ধি ও স্থায়ীকরণের জন্য নিম্নরূপ উদ্যোগ/ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে ঃ

৭.৯.১ ।স্বাস্থ্য সম্মত জীবনযাপন সম্পর্কে ধারণা প্রদানের লক্ষ্যে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক পর্যায়ের পাঠ্য-পুস্তকে এতদ্‌সংক্রান্ত বিষয় অন্তর্ভুক্তকরণের বিষয়টি অধিকতর গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করা যেতে পারে।

৭.৯.২। সরকারী প্রচার মাধ্যমে (বেতার এবং টেলিভিশনে) এতদ্‌বিষয়ে প্রচারণামূলক কার্যক্রম গ্রহণ ও জোরদার করা যেতে পারে।

৭.৯.৩। গ্রামাঞ্চলে স্থাপিত Familly Welfare Centre-এ হাইজিন, স্যানিটেশন ও পানি সরবরাহ বিষয়ে বক্তব্য সম্বলিত পুস্তিকা সরবরাহ করে স্বাস্থ্যকর্মীদের মাধ্যমে এ বিষয়ে জনগণকে প্রতিনিয়ত প্রশিক্ষিত করে তোলা যেতে পারে।

৭.৯.৪। মাঠ পর্যায়ের কৃষিকর্মীগণ যাতে করে তাদের দায়িত্বের সঙ্গে 'হাইজিন' বিষয়ক বক্তব্য রাখেন সে বিষয়ে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা দেয়ার ব্যবস্থা করা ;[কৃষিকর্মিগণ একেবারে তৃনমূল পর্যায়ের জনগণের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত। তাই তৃনমূল পর্যায়ের জনগণকে উদ্বুদ্ধ করতে কৃষিকর্মিগণও ভূমিকা রাখতে পারেন]

৭.৯.৫। প্রকল্প সমাপ্তির পরও যাতে ইউনিয়ন পরিষদ এতদ্‌বিষয়ে সক্রিয় থাকতে পারে সেজন্য প্রয়োজনীয় রাজস্ব আদায়ের লক্ষ্যে ইউনিয়নের আওতাভূক্ত ইউনিয়ন এলাকার হাট-বাজারসমূহের ইজারা দেয়ার ক্ষমতা ইউনিয়ন পরিষদের নিকট ন্যস্ত করা যেতে পারে।

৭.৯.৬। প্রত্যেক স্কুল/কলেজে হাইজিন বিষয়ে বক্তব্য রাখার মাধ্যমে ছাত্র/ছাত্রীগণকে বিষয়টির উপকারিতা সম্পর্কে অবহিতকরণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা;

৭.৯.৭ ।স্যানিটারী ল্যাট্রিন এর প্রচলন জোরদার করার জন্য নিম্নবর্ণিত প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করা ঃ

(ক) হাট-বাজার, রেলওয়ে স্টেশন ও অনুরূপ জনসমাগম হয় এমন স্থানের সরকারী জমি ব্যক্তি বিশেষকে এ শর্তে লীজ দেয়া যে, সেখানে তিনি স্যানিটারী ল্যাট্রিন তৈরী এবং যথাযথ রক্ষণাবেক্ষণ নিশ্চিত করবেন। বিনিময়ে তিনি তা ব্যবহারকারীর নিকট হতে ইউনিয়ন পরিষদ কর্তৃক নির্ধারিত হারে টোলও সংগ্রহ করতে পারবেন।

(খ) ব্যক্তি পর্যায়ে এরূপ ল্যট্রিন নির্মাণে উদ্যোগী ব্যক্তিকে ডিপিএইচই-এর স্থানীয় কর্মকর্তা কারিগরী সহায়তা প্রদান করবেন।

৭.৯.৮. ব্যক্তি পর্যায়ে বিষয়টিকে (বিশেষত স্যানিটারী ল্যাট্রিন নির্মাণ ও পানি সরবরাহ) উৎসাহিত করতে সরকারী ব্যাংক হতে নাম মাত্র সুদে ও ব্যক্তিগত জিম্মায় ঋণ প্রদানের ব্যবস্থা করা যেতে পারে।

৭.৯.৯. ইউনিয়ন পরিষদের উপর ন্যস্ত আর্থিক, কারিগরি ও প্রশাসনিক দায়িত্ব কার্যকর করতে স্থানীয়-সরকার বিভাগের আওতাধীন বৃহৎ দুটি অধিদপ্তর (অর্থাৎ ডিপিএইচই এবং এলজিইডি)-এর সহায়তা গ্রহণ। ইউনিয়ন পরিষদের সচিব পদের নিয়োগ বিধিতে সচিবের যোগ্যতা হিসেবে বিদ্যমান/প্রচলিত সংস্থানের সঙ্গে "Diploma – in-Engineering (Civil)" সংযুক্ত করা যেতে পারে। 'সচিব' পদে কারিগরি জ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তি নিযুক্ত হলে কারিগরি সমস্যার কোন কোনটি স্থানীয় পর্যায়েই সমাধা হতে পারবে।

৭.৯.১০. ইউনিয়ন পর্যায়ে একটি স্থায়ী 'এ্যকাউনট্যান্ট'-এর পদ সৃষ্টি করা যেতে পারে। অথবা অবসর প্রাপ্ত কোন এ্যাকাউন্টস্ অফিসারকে প্রকল্প চলাকালীন সময়ের জন্য নিয়েজিত করা যেতে পারে।

৭.৯.১১. প্রশাসনিক ব্যবস্থাপনার মান উন্নয়নের জন্য এতদ্‌বিষয়ক বই-পত্র/বিধিমালা/সার্কুলার ইত্যাদি বিষয়ের উপর একেবারে স্থানীয় পর্যায়ে আলোচনা অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করা। এসব বিষয়ের উপর যথাযথ ধারণা প্রদানের জন্য এতদ্‌সংক্রান্ত সরকারী বিধি-বিধানসমূহ বাঁধাই করে পুস্তিকাকারে সরবরাহ করা যেতে পারে।

৭.৯.১২. একাউন্টস ম্যানেজমেন্ট শেখানোর জন্য কন্ট্রোলার জেনারেল অব একাউন্টস-এর সহযোগিতায় কয়েকজন হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তাকে ইউনিয়ন পর্যায়ে প্রেরণ করে সংশ্লিষ্টগণকে হাতে কলমে শেখানোর ব্যবস্থা করা যেতে পারে।

৭.৯.১৩. যে সমস্ত ব্যক্তি স্ব-উদ্যোগে ল্যাট্রিনের পাটাতন, প্যান, রিং ইত্যাদি তৈরীর কাজে নিয়োজিত তাদেরকে উৎসাহ দেয়ার জন্য নাম মাত্র সুদে, ব্যাংক ঋণ দেয়ার ব্যবস্থা করা যেতে পারে।

৯। উপসংহার : সরকারের বিভিন্ন উন্নয়ন কার্যক্রমের ফলশ্রুতিতে দুই দশক আগের তুলনায় দেশের জনগণ এখন অনেক বেশী স্বাস্থ্য সচেতন। এ অবস্থায় দেশের ৫২ জেলায় বিস্তৃত 'হাইসাওয়া' প্রকল্পের বাস্তবায়নের ফলে সংশ্লিষ্ট এলাকায় বসবাসকারী জনগণের জীবন-যাত্রা প্রণালীতে সচেতনতা সৃষ্টির মাত্রা ব্যাপকতর হয়েছে বলে উপলবদ্ধি করা গেছে। এ প্রকল্পে দৃশ্যমান বা Physical (যেমন- নলকুপ, কমিউনিটি ল্যাট্রিন, ড্রেন) কাজ যেমন আছে তেমনি অদৃশ্যমান কাজ বা Non Physical (যেমন- হাইজিন বিষয়ক সচেতনতা ও ইউপি-এর সক্ষমতা বৃদ্ধি, জনগোষ্ঠির সম্পৃক্ততা, নিয়োজিত জনবলের বেতন-ভাতা ইত্যাদি) কাজও আছে। তূলনায় দেখা যায় যে, অদৃশ্য/ Non-Physical ও দৃশ্যমান কাজের ব্যয় প্রায় কাছাকাছি। প্রকল্পের অভীষ্ট লক্ষ্য (অনুচ্ছেদ ২.১.৭) প্রাপ্তিতে কোনরূপ ব্যত্যয় না ঘটিয়েই শুধূমাত্র ব্যবস্থাপনা কাঠামো পুনর্বিন্যাস ও বিদ্যমান সরকারী সুবিধাদির ব্যবহার বৃদ্ধির মাধ্যমে অদৃশ্য /Non-Physical কাজের ব্যয় বহুলাংশে হ্রাস করা যেতে পারে (হ্রাসকৃত ব্যয়ের ভিত্তিতে প্রনীত বক্তব্য ৪.৬.৮ তে বর্নিত। এ ছাড়া একটি অর্গানোগ্রামের রূপরেখা সংযোজনী ৩ (ঘ) তে দেখা যেতে পারে।) সক্ষমতা বৃদ্ধি, হাইজিন বিষয়ক গণসচেতনতা বৃদ্ধি, জনগোষ্ঠির সম্পৃক্ততা, স্থানীয় পর্যায়ে উপ-প্রকল্প গ্রহণ ও প্রক্রিয়াকরণ, বিকেন্দ্রিকরণ ইত্যাদি বিষয় যে ভাবে বাস্তবায়িত হতে পারে তার কিছু উদাহরণ অনুচ্ছেদ ৭.৯ তে দেখা যেতে পারে। ফলে সাপোর্ট অর্গানাইজেশন ও পার্টনার নন গভর্মেন্ট অর্গানাইজেশনের প্রয়োজনীয়তা হবে অপেক্ষাকৃত অনেক কম। তাছাড়া এ সব বিষয়ে সংস্কার করা হলে অনেক অর্থের সাশ্রয় হবে। আর সে অর্থে/টাকায় প্রকল্পের প্রাণ হিসাবে বিবেচিত পানি সরবরাহের মত দৃশ্যমান কাজ (যেমন Water options / Community Latrine) এর পরিমাণ/সংখ্যা আরও বৃদ্ধি করা/বাড়ানোর মাধ্যমে আরও অধিক সংখ্যক জনগণের উপকার করা যেতে পারে। ভিন্ন কথায় প্রকল্পের মূল লক্ষ্য অক্ষুন্ন রেখে শুধুমাত্র ব্যবস্থাপনা কাঠামো পুর্ণর্বিন্যাসের মাধ্যমে আরো অধিক সংখ্যক হত-দরিদ্র সহ অন্যদের সুপেয় পানি প্রাপ্তির পথ প্রশস্ত করা যেতে পারে।